ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... JUL 30.2000 ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ..৪.

নকল : এ যুদ্ধে আমরা গাজী হবো ন

সুরেশ রঞ্জন বসাক

নকলের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশে নকল এইডসের চেয়ে ভয়াবহ একটি ব্যাধি। শুধু পরীক্ষায় নয়, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে নকলে আমরা আকণ্ঠ ডুবে যেতে বসিনি। নকল নেই কোথায়, সে এক বিস্ময়। তবে একেবারে জাতির মাথার মাথা, যাকে আমরা শিক্ষাব্যবস্থা বলি, সেখানে নকল এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যা নির্লজ্জকেও লজ্জা দেবে। নকলের দাবিতে মিছিল, প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষা থেকে মাস্টার্স-বিসিএস পরীক্ষা পর্যন্ত নকল, কল্পনা করা যায়! পাবলিক পরীক্ষার সময় গণটোকাটুকির সচিত্র প্রতিবেদন নিশ্চয় পাঠকরা ভুলে যাননি। ছবিই সাক্ষী, পরীক্ষার্থীরা দিব্যি বই খুলে লিখছে। পরীক্ষার হলের ছাদের টিন ফাঁক করে নকল দিচ্ছে পরিশ্রমী সরবরাহকারী। কখনো ঢিলের সঙ্গে, কখনো বাঁশের মাথায়। আর সেন্টারে সেন্টারে নকলের লোক দেখানো বহ্ন্যুৎসব, সে তো আরো উপভোগ্য। পরীক্ষা এলেই নকলনিরোধক হাঁকডাক, কর্তৃপক্ষের আহ্বান, তাবৎ প্রশাসন যন্ত্রের দৌড়াদৌড়ি। আর বাস্তব অবস্থা, নকল পুরানকথিত দৈত্যদের মতো বাড়ছে; যতোই মারো-কাটো, তিরস্কার-বহিষ্কার করো, শনৈঃ শনৈঃ বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। বস্তুত আমরা একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। এ যুদ্ধ নকলের সঙ্গে। এতে হয় শহীদ হবো, না হয় গাজী। কোনটি আমাদের পছন্দ?

নকল কেন হয়, তা কিভাবে রোধ করা যায় এ বিষয়ে আমজনতা, অভিভাবক, শিক্ষাবিদরা তো আছেনই, খোদ শিক্ষামন্ত্রী, এমনকি মহামান্য রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত বিচলিত। এ বাবদে বিস্তর মতামত যেমন আছে তেমনি আছে মতপার্থক্য। তবে একটি বিষয়ে আশা করি সবাই একমত হবেন যে, নকল উচ্ছেদে একটি কার্যকর স্ট্র্যাটেজি থাকা উচিত এবং সে স্ট্র্যাটেজি কি তা সংশ্লিষ্ট সবার অবগত থাকা দরকার। এই সংশ্লিষ্টদের মধ্যে আমজনতারও জায়গা থাকার কথা। কারণ তারাই তো ট্যাক্স দেন। অতএব, গৃহীত পরিকল্পনা-মহাপরিকল্পনার এক-আধটু খবরাখবর তারা জানতে চাইতে পারেন, অর্থ দেন বলে নয়, অন্তত সহযোগিতার খাতিরে। আফটার অল, তাবৎ পরিকল্পনা-মহাপরিকল্পনার সুফল-কুফল তো তারাই ভোগ করবেন এবং এর বাস্তবায়নে তাদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোনো যুক্তি নেই। দুঃখের বিষয়, কর্তাব্যক্তিদের মৌসুমি মন্তব্য ছাড়া নকলনিরোধক অভিযানের স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে আমরা যথার্থই অনবহিত। আর দুঃখের বিষয় যা তাহলো, স্বাধীনতার ৩০ বছরেও আমরা কোনো শিক্ষানীতি পাইনি। এডহক নীতিই চলমান নীতি। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যদি কেন্দ্রে পুলিশ মোতায়েন, ১৪৪ ধারা জারি, শিক্ষক-পর্যবেক্ষক-কেন্দ্রসচিব-পরীক্ষার্থী-বহিরাগতের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তি বরাদ্দ কর্মকে সর্বাত্মক স্ট্র্যাটেজি মনে করেন, তবে বলতে হবে তা পরীক্ষিত এবং সফলভাবে ব্যর্থ।

প্রথমেই বলে রাখি, তেমন কোনো সর্বরোগহর স্ট্র্যাটেজি বাতলে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। সে সাধ্যও আমার নেই। আমি শুধু সমস্যাটির ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করতে চাই। যে ছেলে বা মেয়েটি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা ডিগ্রি পরীক্ষার প্রথম দিনেই অতি বড়ো বিশেষজ্ঞের মতো নকল করছে, সে ঐ মুহূর্তে নকলের হাতেখড়ি দিয়েছে, এটা নিশ্চয় কোনো বোকাও ভাববে না। তার হাতেখড়ি হয়েছে বহু আগেই, স্কুলে। বস্তুত নকলায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় স্কুলের পরীক্ষা থেকে। দীর্ঘদিন চর্চা ও প্রশ্রয়ের ফলে সে নকলনির্ভর হয়ে পড়ে। পড়াশুনায় দুর্বলতা, কৌতূহল ও পরিবেশ থেকে যা শুরু হয় তা কালক্রমে শিক্ষার্থীর মজ্জাগত হয়ে পড়ে। যদি স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে নকলের অপরাধে পরীক্ষার্থী ও তার অভিভাবককে একবার দুইবার তিনবার জানিয়ে সতর্ক করা হতো এবং ফলোদয় না হলে তাকে অন্যত্র ভর্তির অযোগ্য নীতিমালাসাপেক্ষ বহিষ্কার করা হতো, এ প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেতো। হাতে গোনা কিছু প্রতিষ্ঠান ছাড়া অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় নকলের দায়ে বহিষ্কারের ঘটনা ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমই যদি সর্বত্র নিয়ম হতো, নকল না করে পাস করার জন্য যা যা করা দরকার শিক্ষার্থীরা তাই করতো। নকলের কুলুপ পাবলিক পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে নিচের ক্লাসেই এঁটে দেওয়া সর্বোত্তম।

এতো গেলো নকলের প্রায়োগিক দিক। এর অন্তঃস্থ কারণগুলোর মধ্যে বহুল প্রচারিত কারণটি হলো, শিক্ষকেরা ক্লাসে ঠিকমতো পড়ান না। সব শিক্ষক ঠিকমতো পড়ান না কথাটা যেমন সঠিক নয়, তেমনি সব শিক্ষক ঠিকমতো পড়ান কথাটাও সঠিক নয়। তবে অভিযোগটি ভিত্তিহীন নয়। ক্লাস ঠিকমতো হলে, শিক্ষক আন্তরিক হলে ছাত্রছাত্রীরা কিছু শিখবে এবং নকল করবে না, এটাই প্রচলিত ধারণা। আমি ক্লাস বলতে বুঝি ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষা উপকরণ সমেত একটি সুসংহত পরিবেশ। এখানে শিক্ষক দাতাপক্ষ, গ্রহীতাপক্ষ ছাত্রছাত্রী। মুষ্টিমেয় কিছু স্কুল-কলেজ বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার শতকরা ৪০-৫০ ভাগেরও কম। যেসব ছাত্রছাত্রী সারা বছর ক্লাস করে না, স্থানীয় পরীক্ষা [illegible]য় না, শুধু ফরম পূরণ করে গাইড বইয়ের কেট-সংস্করণ পুঁজি করে পাবলিক পরীক্ষা দিতে আসে তারা নকল করবে না তো করবে কে! এরাই হচ্ছে আমাদের সকল আশা-ভরসার স্থূল শিক্ষিত প্রজন্ম যারা গাইড বইয়ের অনুসরণে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে "See summary" লিখে দিয়ে ভাবে দশে দশ পাবে। 'সামারি' খুঁজে লেখার বিদ্যাটাও যাদের আয়ত্ত হয় না, তারাই 'আমার বাবার একটি গরু ছিল' বাক্যের ইংরেজি লিখে "My father was a cow"। কি অদ্ভুত নান্দনিক শিক্ষা! অতএব শুধু শিক্ষকদের ক্লাসমুখী করলে হবে না, ছাত্রছাত্রীদেরও ক্লাসে আনার বন্দোবস্ত করতে হবে। বিনা ক্লাসে ও বিনা ক্লেশে নকল যে বন্ধ হবে না, বলাই বাহুল্য।

শিক্ষকদের ক্লাসমুখী করলেই নকল বন্ধ হবে, এমন অনুমানও বাস্তবসম্মত নয়। শিক্ষকরা ক্লাসে হয়তো এলেন কিন্তু আন্তরিকভাবে পড়ালেন না, আবার আন্তরিকভাবে পড়ালেন কিন্তু অযোগ্যতা-

সমস্যা আসলে নকল করা নিয়ে নয়, নকল কালচার নিয়ে। মু
না কেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরাই নকলের পৃষ্ঠপোষক।
তিনি পরোক্ষভাবে পরীক্ষার্থীকে নকলের দিকে ঠেলে দেন। ে
পড়াশোনার খোঁজ-খবর রাখেন না, তিনি কি তার দায়িত্

অদক্ষতাবশত অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারলেন না- সেক্ষেত্রে কি হবে? আমাদের বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যালয় পরিদর্শক, কলেজ পরিদর্শক আছেন বটে। তাদের কাজ কি? তারা কি শুধু অনুমোদন দানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন? তারা কি ক্লাসে ক্লাসে যান, ছাত্র-শিক্ষকের মান যাচাই করেন? হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া কি অল্প কজনের জন্য সম্ভব? আমি বিদেশে দেখেছি, বিষয়ওয়ারী পরিদর্শক আছেন। তারা রীতিমত ক্লাসে যান, বসে গোটা পাঠদান প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন, ক্লাস শেষ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে পরামর্শ থাকলে পরামর্শ দেন এবং সর্বোপরি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট প্রদান করেন। এ পরিদর্শন হঠাৎ কোনো অমাবস্যা-পূর্ণিমায় নয়; এটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। ফলে শিক্ষকদের ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ থাকে না এবং প্রফেশনাল দক্ষতা বাড়ে। আমাদের দেশে সবে ধন নীলমণি পরিদর্শকের বদলে যদি বিষয়ওয়ারী পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিদর্শক থাকতো, এতে শ্রেণী শিক্ষায় কিঞ্চিৎ প্রাণসঞ্চার হতো এবং তা পরোক্ষভাবে নকল রোধে সহায়তা হতো। তেমন ব্যবস্থা তো নেইই, উল্টো আমরা শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতার জন্য শিক্ষকদের বেতনভাতা ও প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিলের হুমকি দিচ্ছি। তা কি জান ও মান বাঁচানোর জন্য আরেক প্রস্থ নকলের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না?

আমাদের অধিকাংশ স্কুলে অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক দুটো পরীক্ষার রেওয়াজ আছে এবং কলেজে বছরে একটি। পাক্ষিক, মাসিক পরীক্ষা যদি নেওয়া হতো, শিক্ষার্থীদের ফলাফলের হিসাব যদি রাখা হতো এবং বছরান্তের ফলাফলের সঙ্গে এটি যোগ হতো, তবে অবশ্যই নকল রোধে ইতিবাচক প্রভাব পড়তো। কটি প্রতিষ্ঠা[...] ব্যবহারিক ক্লাস হয়? ক[...] সভা হয়? প্রশ্নগুলো বিচ্ছি[...] জায়গায় মিলিত হয়েছে[...] সচেতনতার মাধ্যমে নব[...]

[...] পর্যবেক্ষণে দেখা[...] কঠিন বিষয়গুলোতে ন[...] বহিষ্কারের সংখ্যাও বেশি[...] বিষয়গুলোতে নকল [...] প্রমাণিত হয় না, নকলের[...] উচ্চ মাধ্যমিকে ইদানীং[...] নেওয়া হয়। নকল নি[...] দুদিনে। এ বিষয়ে [...] বহিষ্কারও বেশি হয়, [...] এমন হচ্ছে? আমার প্র[...] হাজার মাধ্যমিক স্কুলে[...] দক্ষ প্রশিক্ষিত শিক্ষক [...] স্কুলে যারা আগে ইং[...] অবসরে গেছেন বা[...] রিপ্লেসমেন্ট কি হয়ে[...] ইংরেজি না পড়েই স্না[...] শিক্ষকতা পেশায় আ[...] এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ[...] পাঠ্যবিষয়ের আধুনিব[...] ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে? শি[...] প্রস্তুত কি পরিবেশ ও[...] নবম-দশম শ্রেণীতে [...] চালু হয়েছে, আমাদের[...] তলোয়ার নাই নিধিরা[...] তা কিভাবে পড়ানো[...] শিক্ষার্থী ইংরেজিতে [...] পাস করে কর্মজীবনে[...] বিদ্যা কাজে লাগবে [...] কলেজ বলি সামগ্রি[...] ত্রুটি থাকলে নকল[...] মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস[...] উপযুক্ত শিক্ষক ও শি[...] পাসের জন্য নকলে[...] জানে, প্রতিকারের চে[...]

বর্তমানে নকলে[...] অন্যান্য ব্যবস্থার [...] পরীক্ষণেও একটি ব্য[...] পরীক্ষকের কোনোভা[...] বিশেষ কোনো প্র[...] অসদুপায় অবলম্বন ক[...] ওপর নম্বর দিতে প[...] ভাবতে পারেন, পরী[...] অসদুপায়ের দায়ে বা[...] ফের একই দোষে [...] হিসেবে দেখেছি, [...] এতোটাই গবেট যে, [...] উত্তরের মাঝখানে [...] উচ্চারণ ও অর্থসমেত [...] থাকে) লিখে দেয় [...] অধিকাংশ খাতায় [...] জায়গায় একই ধরনে[...] নকলের ব্যাপারে নি[...] নকল করে তাড়াহুড়ো[...] গিয়ে উত্তরপত্রের ভি[...] আবিষ্কারও দুর্লভ [...] পরীক্ষার্থীরা কি জা[...] শতাংশের বেশি তে[...] পেতে পারে? দ্বিতী[...] উত্তর লিখতে গি[...]

বিলটি গত সপ্তাহে প্রতিনিধি পরিষদে গৃহীত হয়। রয়টার।

সামরিক বাজেট পক্ষ সমর্থনকারী[...] জানায়, প্রতিরক্ষা বিলটি সৈন্যদের জীবন[...] মানোন্নয়ন, রিক্রুটমেন্ট বাড়ানো, সাম[...] বাহিনীতে থেকে যাওয়ার হার বৃদ্ধি এ[...] সেনা সদস্যদের কাজের প্রতি আরো আ[...] বাড়ানোর ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর হবে। ত[...] রিপাবলিকান দলের অ্যারিজোনার সিনে[...] জন ম্যাককেইন এবং টেক্সাসের সিনে[...] ফিল গ্রাম বলেন, বিলে ৭০০ কো[...] ডলারেরও বেশি অযাচিত খরচ অন্তর্ভুক্ত [...] হয়েছে। অথচ এ খরচের ব্যাপারে মা[...] সামরিক দপ্তর পেন্টাগনের কোনো সুপারি[...] ছিল না উল্লেখ করে ম্যাককেইন বলে[...] 'এটা আসলেই দুঃখজনক'।

ওয়াহিদ ও মেঘবতীর সমর্থনে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ

প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওয়াহিদ এ[...] ভাইস প্রেসিডেন্ট মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী[...] সমর্থনে গতকাল শনিবার ইন্দোনেশিয়[...] হাজার হাজার লোকের এক সমাবে[...] অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার রাজধা[...] জাকার্তায় সেনায়ন স্পোর্টস স্টেডিয়া[...] সমাবেশটি আয়োজিত হয়। এএফপি।

বিশাল এ সমাবেশে প্রেসিডেন্ট ওয়াহি[...] পার্লামেন্টের স্পিকার আকবর তেনজং[...] উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশটি এমন এ[...] সময়ে আয়োজিত হলো যখন প্রেসিডেন্টে[...] শাসন নিয়ে ওয়াহিদ ও পার্লামেন্টের মধ্যকা[...] দ্বন্দ্ব ক্রমেই বাড়ছে।

উন্নততর গ্রাহক সেবা[...] ব্যাংক যশোহর অঞ্চলের[...] কার্যক্রম আগামীকাল ৩১ [...] পুরাতন ঠিকানা হতে ২০[...] ভবনে শুরু হবে। আমা[...] গ্রাহক এবং শুভানুধ্যায়ী[...] যোগাযোগের জন্য অনুরোধ[...]

নতুন ঠিকানা

অগ্রণী ব্যাংক
কলাবাড়িয়া শাখা
পোঃ- কলাবাড়িয়া
উপজেলাঃ- কালিয়া
থানাঃ- নড়াগাতী
জেলাঃ- নড়াইল
মৌজাঃ- কলাবাড়িয়া
জেএল নং-১৫
খতিয়ান নং সাবেক-
হাল-৩৩৩৭,
দাগ নং সাবেক- ৪[...]
হাল-৬১৭৪